তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৮

**‍**

**বান্দরবানে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার সড়ক ও ভবন নির্মাণ**

**কাজের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং আজ ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩ নং ওয়ার্ডের হাজীপাড়া মসজিদ সম্প্রসারণ, করুণাপুর বন বিহারে লাইব্রেরি ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং করুণাপুর বন বিহারে ওঠার রাস্তা কার্পেটিং কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।

আজ বান্দরবান সদর উপজেলার করুণাপুর বন বিহারে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড-এর অর্থায়নে উন্নয়ন সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মন্ত্রী এসব কাজের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন করে যাচ্ছেন । পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য তিনি বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করেছেন, গৃহহীন মানুষকে ঘর দিয়ে পুনর্বাসন করেছেন। পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন, সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নাই।

#

রেজুয়ান/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২২/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৪১৩৭

**সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডিমের ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নিশ্চিত করা হবে**

**--মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডিমের ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নিশ্চিত করা হবে। এতে উৎপাদনকারী উপকৃত হবে, বিপণনে জড়িতরা উপকৃত হবে এবং ভোক্তারাও উপকৃত হবে। আর অসঙ্গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরে রাষ্ট্র উপকৃত হবে। তিনি বলেন, পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাজার ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডিমের মূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধান করা হবে।

আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে ‘বিশ্ব ডিম দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স (ওয়াপসা) বাংলাদেশ শাখা ও বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) যৌথভাবে এ আলোচনা সভা আয়োজন করে। এবছর বিশ্ব ডিম দিবসের স্লোগান ‘প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন’।

মন্ত্রী বলেন, একটা সময় সবাই নিয়মিত ডিম খেতে পারতো না। পোল্ট্রি উৎপাদন খাতে সম্পৃক্তরা এগিয়ে আসায় ডিম ও মাংস উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এটা আমাদের জাতি গঠনে সহায়তা করেছে, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে, প্রাণিজ পুষ্টি ও আমিষের চাহিদায় বড় যোগান দিচ্ছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখছে, খাবারের বড় যোগান দিচ্ছে।

রেজাউল করিম আরো বলেন, ডিম উৎপাদনে ব্যয় বেড়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে যারা পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের অনেক ভোগান্তি হয়েছে। এ খাতে যারা বিনিয়োগ করেছে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি ভুলে গেলেও চলবে না। পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনে যারা প্রান্তিক পর্যায়ে সম্পৃক্ত তাদের করোনাসহ অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নগদ প্রণোদনা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের কারণে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমাদের বিপন্ন অবস্থায় ফেলতে পারেনি।

ডিমের দাম সবার জন্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে উদ্যোগ সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ সময় মন্ত্রী জানান, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আপেক্ষিক। দেশে একেক শ্রেণির মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেক পর্যায়ের। জীবনযাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। রাষ্ট্র পোল্ট্রি খাতে সম্পৃক্তদের সহায়তার চেষ্টা করছে। দেশে কেউ প্রাণী ও মাছের খাবার তৈরির কারখানা বা শিল্প স্থাপন করতে চাইলে সরকার আমদানির কর মওকুফ করে দিচ্ছে। বৈশ্বিক সংকটের সমাধান সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি থাকলে সেটা বিবেচনা করা হবে। সরকারের সাধ্যের মধ্যে পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনে সম্পৃক্তদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার।

#

ইফতেখার/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৪১৩৬

**বাংলাদেশে উন্নয়ন, সম্প্রীতি আর শান্তির জন্য শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য জেলার উন্নয়ন মানে শেখ হাসিনা, দেশের উন্নয়ন মানে শেখ হাসিনা। আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য, সম্প্রীতির জন্য, শান্তির জন্য শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই।

গতকাল বান্দরবান জেলা শহরের রাজার মাঠে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বান্দরবান জেলা শাখার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, সরকারের শিক্ষা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়নমূলক কাজ তৃণমূল পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, নতুন নেতৃত্বকে দলীয় কর্মীসহ শিক্ষার্থীদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো এবং তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছাত্রলীগের নীতি-আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে।এ সময় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, পার্বত্য তিন জেলায় সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করছে। পার্বত্য জেলা হলো সম্প্রীতির জেলা। দু’শ বছর ব্রিটিশের শাসন, তেইশ বছর পাকিস্তানের শাসন আর ৫০ বছর হলো বাংলাদেশের শাসন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যে উন্নয়ন হয়েছে, ২৩০ বছরের মধ্যে কোনো সরকারের আমলে এতো উন্নয়ন হয় নাই। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার, বার বার দরকার- এটা স্লোগান নয়, এটা বাস্তব।

বান্দরবানের রাজার মাঠে বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এর আগে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন অতিথিবৃন্দ।

বান্দরবান জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাউছার সোহাগের সভাপতিত্বে ও জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনি সুশিল এর সঞ্চালনায় সন্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা রবিন বাহাদুর, বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ক্যশৈহ্লা, সহ-সভাপতি আবদুর রহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসলাম বেবী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লক্ষীপদ দাশ, মোজাম্মেল হক বাহাদুর, সাংগঠনিক সম্পাদক অজিত কান্তি দাশ, চৌধুরী প্রকাশ বড়ুয়া, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ কাউছার সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক জনি সুশীল।

#

রেজুয়ান/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৭৫৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৪১৩৫

**ক্রীড়াঙ্গনেও বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে**

**-- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

পানি সম্পদ উপ-মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে ক্রীড়াঙ্গনেও অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফুটবল, দাবা, শুটিং, সাঁতার, গলফ ও আর্চারিতে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিতভাবে ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষকতা, খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি খেলার টেকসই মানোন্নয়নের জন্য অর্থবহ উদ্যোগ নিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখছেন।

আজ শরীয়তপুরের সখিপুর ইসলামিয়া স্কুল মাঠে সখিপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সখিপুর সুপার লীগের গ্রান্ড ফাইনালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপ-মন্ত্রী শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্রীড়াপ্রীতি, ক্রীড়াঙ্গন সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রতি দুর্বলতা, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের জন্য কিছু করার আকুলতা, এই চত্বরের সান্নিধ্য উপভোগ - এ সবই তাঁর ‘জেনেটিক’। তাঁর দাদা, বাবা ও ভাইয়েরা ছিলেন মনেপ্রাণে ক্রীড়ানুরাগী। শেখ হাসিনা নিজেও ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছেন।

এনামুল হক শামীম বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার ক্রীড়াবান্ধব। এ সরকারের সময়েই ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে নতুন নতুন আধুনিক ক্রীড়াকাঠামো নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পাশাপাশি বিদেশে বিভিন্ন খেলার আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ও চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সবচেয়ে বেশি সুযোগ মিলেছে। খেলোয়াড়দের স্বাবলম্বী এবং তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সার্ভিস দল, সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

উপ-মন্ত্রী শামীম আরো বলেন, বিএনপি এবং তার সহযোগীরা ষড়যন্ত্র করে ২০০৭ সালে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৮ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত হয়েছে। তারা ২০১৪ সালে নির্বাচন, গণতন্ত্র ও সংবিধানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পরাস্ত হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত হয়েছে। বিএনপি এবং তার দোসররা দেশে-বিদেশে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই আগামী নির্বাচনে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন।

সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান মানিক সরদারের সভাপতিত্বে ও সুপার লীগের প্রধান উদ্যোক্তা মাসুক কবির রুমেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, উপদেষ্টা কামাল বেপারী, ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির মোল্যা, উপদেষ্টা মাস্টার মোয়াজ্জেম হোসেন সরদার, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মানিক সরকার।

#

মোহাম্মদ/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৪

**‍**

**বর্তমান বিশ্বে ‘সবার জন্য ক্রীড়া’ একটি জনপ্রিয় স্লোগান**

**- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে ‘সবার জন্য ক্রীড়া’ একটি জনপ্রিয় স্লোগান। এ স্লোগানের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাচ্ছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকগণও বক্তব্য রাখেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, সুষ্ঠু ক্রীড়া চর্চা মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও পরিশীলিত জীবন নিশ্চিত করে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নতুন প্রজন্মকে সুস্থ ধারার ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্টসহ নিয়মিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সম্ভবনাময় খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০২১-২০২২অর্থবছরে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ প্রকল্পসহ ৮টি প্রকল্প সফলভাবে এগিয়ে চলছে। তিনি ক্রীড়া চর্চাকে আরো বিকশিত করতে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবান মানুষ ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ এ সময় স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি ক্রীড়াবিদদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

আহসান/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৩

**‍**

**নির্বাচন কমিশনের অধীনেই নির্বাচন হবে**

**--কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

দেশে কোনোক্রমেই আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনেই আগামী নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিএনপি অস্থির হয়ে পড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বলে আন্দোলন করছে। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দলীয় সরকারের অধীনে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনেই নির্বাচন হবে।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবির মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস এসোসিয়েশনসমূহের নেতৃবৃন্দের দুইদিন ব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জনগণ যদি আমাদেরকে ভোট না দেয়, তাহলে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে স্যালুট করে চলে যাব। ২০০১ সালেও আমরা সেটি করেছিলাম। কিন্তু ২০০১-০৬ সালে ক্ষমতায় থেকে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছিল। জনগণ তাদের সাথে থাকেনি। জনগণ এখন আওয়ামী লীগের সাথে। এই জনগণকে নিয়েই আমরা দেশের উন্নয়নের কাফেলা এগিয়ে নিয়ে যাবো।

বিএনপির নানা রকমের হুমকির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো হুমকিকে ভয় পায় না। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার-শক্তির উৎস জনগণ। সবসময় জনগণের সমর্থন নিয়েই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপির মতো চোরাগলি পথে, নানারকমের ষড়যন্ত্র করে কোনো দিন ক্ষমতায় আসেনি। কাজেই, জনগণকে নিয়েই আমরা বিএনপির আন্দোলনকে মোকাবিলা করব।

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ও পুলিশ সদস্যদের লিস্ট করার জন্য বিএনপির এক সিনিয়র নেতার হুমকির জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করা।  আমরা নির্বাচিত সরকার। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা দেয়া, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা ও উন্নয়নকে আরো গতিশীল করা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ৷ এটি করার জন্য যা যা করা দরকার আমরা তাই করব।

বিএনপির আমলে প্রতিবছর দেশে দুর্ভিক্ষ হতো উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিএনপির সময় আশ্বিন- কার্তিক মাস আসলেই দেশে মঙ্গা হতো, দুর্ভিক্ষ হতো। প্রতিদিন মানুষ না খেয়ে থাকতো, না খেয়ে মানুষ মারাও যেতো। আর এখন বিশ্বব্যাপী চরম সংকটের সময়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও দূরদর্শিতায় দেশে খাদ্য সংকট নেই, একটি মানুষও না খেয়ে নেই।

অনুষ্ঠানে আইডিইবির সভাপতি একেএম এ হামিদ, সাধারণ সম্পাদক শামছুর রহমান, আব্দুল মোতালেবসহ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিসসমূহের শতাধিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৪৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৮৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭৩ হাজার ৭২ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৪১৩১

**নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী এবং সৌদি আরবের যোগাযোগ মন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত**

রিয়াদ (সৌদি আরব), ১৪ অক্টোবর:

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং সৌদি আরবের যোগাযোগ ও লজিস্টিক সার্ভিসেস বিষয়ক মন্ত্রী প্রকৌশলী সালেহ নাসের আলজাসেরের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদি আরবের রিয়াদে গতকাল বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতে পারস্পরিক সহায়তা এবং সৌদি আরব থেকে এ খাতে বিনিয়োগ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সৌদি যোগাযোগ মন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে ৫ দশক ধরে বিদ্যমান অত্যন্ত সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ সুসম্পর্ককে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হলো- বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়ানো। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের যেকোন সুসংবাদ সৌদি আরবের জন্য আনন্দের।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বক্তব্যের শুরুতেই যোগাযোগ মন্ত্রীর নিকট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা টার্মিনাল, পায়রা সমুদ্র বন্দর ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগে সৌদি আরবের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে এ সকল খাতে বিনিয়োগের বিষয়টি যৌথভাবে কাজ করার আশ্বাসের মাধ্যমে বৈঠক সমাপ্ত হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার এবং সৌদি আরবের প্রতিনিধিদলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ড. মনসুর আল তার্কি, সৌদি বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রসিডেন্ট ওমর হাইদি, সৌদি পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের বকর আল মোহাম্মদ এবং সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান আমের এ আলী রেজা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ মেহেদী/জুলফিকার/ইমা/২০২২/ ১৪৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪১৩০

**বাংলাদেশের উন্নয়নে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই**

**-বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য জেলাসমূহে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই।

গতকাল বান্দরবানে রাজার মাঠে বান্দরবান জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের শিক্ষাসহ সকল উন্নয়নমূলক কাজ তৃণমূল পর্যায়ে তুলে ধরতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। নতুন নেতৃত্বকে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, পার্বত্য তিন জেলায় সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যে উন্নয়ন হয়েছে অন্য কোনো সরকারের আমলে তা হয়নি। শেখ হাসিনা সরকার, বার বার দরকার- এটা কেবল শ্লোগানই নয়, বর্তমান বাস্তবতাও বটে।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাউছার সোহাগের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনি সুশিলের সঞ্চালনায় সন্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা রবিন বাহাদুর, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ক্যশৈহ্লা সহ স্হানীয় নেতৃবৃন্দ ।

#

রেজুয়ান/মেহেদী/জুলফিকার/শামীম/২০২২/৯৩৯ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৯

**জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর এবং** **বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর):

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** আগামীকাল ১৫ অক্টোবর জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২ এবং বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ **উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২’ এবং ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এবারের প্রতিপাদ্য 'Unite for Universal Hand Hygiene' অর্থাৎ ‘হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসে সবে এক হই’

যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬.২ এ লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আমাদের সরকার দেশের সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা গ্রামীণ ও পৌর জনপদে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গত সাড়ে ১৩ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। যার ফলে বর্তমানে স্যানিটেশনের জাতীয় কাভারেজ ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অনিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির উৎসের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০৩ সালে যা ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ। অপরদিকে খোলা স্থানে মলত্যাগকারীর হার ২০০৩ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে প্রায় শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের এ সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের সকল জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনসহ পানি, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনেক প্রকল্প চলমান রয়েছে যা বাস্তবায়ন হলে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য Safely Managed Sanitation ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস’ এবং ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস’ যথাযথভাবে পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ-বান্ধব উন্নত টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবহার এবং স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ‘সকলের জন্য উন্নয়ন’ এই নীতিকে ধারণ করে স্যানিটেশন খাতের বিভিন্ন অংশীজনদের সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সফল হব মর্মে আমি আশাবাদী। করোনাভাইরাস (কোভিভ-১৯) সংক্রমণ ও অন্যান্য নানাবিধ রোগব্যাধি থেকে সুরক্ষায় ও এর বিস্তার রোধের সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর উপায়গুলোর একটি, সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলা। আমাদের সময়োপযোগী কার্যক্রমের ফলে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি, স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক এ আয়োজন সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। এ সামাজিক আন্দোলনকে আরো বেগবান করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২’ এবং ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/মেহেদী/জুলফিকার/শামীম/২০২২/১২০৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৮

**জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৫ অক্টোবর জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০২২ ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্যানিটেশন ও হাইজিন তথা স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০২২’ ও ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পূর্বশর্ত। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং ডায়রিয়ার মতো নানা রোগ থেকে রক্ষায় উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস খুবই জরুরি। সুন্দর জীবন ও শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে খাওয়ার আগে ও শৌচকাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ায় অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্যানিটেশন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে এসকল কার্যক্রমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পানিবাহিত নানা রোগ জীবাণু মোকাবিলায় সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার গুরুত্ব উপস্থাপন এবং এক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে হাত ধোয়া কার্যক্রমে সামাজিক পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

স্যানিটেশন কর্মসূচিতে ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ এর লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পৌরসভায় সংগ্রহ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ল্যাট্রিন পিট বা সেপটিক ট্যাংক হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করে তা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিশোধন করা হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পৌরসভায় বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ, পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেট স্থাপনসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা সমৃদ্ধ ওয়াশ-ব্লক স্থাপন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী সু্ষ্ঠু স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতার প্রসারে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সামনের দিনগুলোতে টেকসই স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে - এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০২২’ ও ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২’ উদযাপন সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/ইমা/২০২২/১১৫৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ